দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল ও বিকল্প পরীক্ষা পদ্ধতি

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রথম পৃষ্ঠার এক সংবাদে জানা যায়, বাংলা পরীক্ষার দিন গাইবান্ধায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার রিপোর্ট বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। দর্শন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সহিত রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে ফাঁস হইয়া যাওয়া প্রশ্নপত্রের বেশ মিল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। গত ১৬ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। ইত্তেফাকের রংপুর সংবাদদাতার বরাত দিয়া বলা হয়, কেবল রংপুরে নহে, উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে। কোথাও কোথাও চড়া মূল্যে প্রকাশ্যে প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি বিক্রয় হইয়াছে। সোমবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সহিত ফাঁস হইয়া যাওয়া ছয়টি প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া যায় বলিয়া সংবাদে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে জানা যায়, একটি সংঘবদ্ধ দল নাকি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সহিত জড়িত রহিয়াছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সহিত মূল প্রশ্নপত্রের অনেক মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় বিধায় পরীক্ষার্থীদের অনেকে পড়াশোনা ত্যাগ করিয়া ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র খোঁজায় ব্যস্ত। কিন্তু এতকিছুর পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে তেমন সাড়াশব্দ নাই। পরিস্থিতি যাচাইয়ের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করা হয় নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবশ্য বলিয়াছেন, উল্লিখিত বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তবে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পরিস্থিতি অবহিত করা হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর এই বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা কিছুদিন পরপরই শোনা যায়। ১৯৯৮ সালেও চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কলংকজনক ঘটনা সমগ্র জাতিকেই দারুণভাবে নাড়া দিয়াছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এড়াইতে প্রশ্নপত্র তৈরীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রশ্নপত্রসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল ফাঁস রোধে পুলিশ তদন্ত কমিটি বিজি প্রেসের গোপনীয় শাখায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। ২০০০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অধিক গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার সহিত প্রশ্নপত্র গ্রহণ ও সরবরাহ করার জন্য বিজি প্রেস কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট একটি নীতিমালা পাঠায়। সর্ববিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অতিশয় দুঃখজনক। প্রশ্নপত্র ফাঁসের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বাধিক বিপাকে পড়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ। পরীক্ষা বাতিল হউক বা না হউক, উভয় ক্ষেত্রেই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের দেশের পাবলিক পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব লাগিয়া যায়। নকল করার অভিযোগে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকও নকলের সহিত জড়িত। ঐ সকল নকলকারী ছাত্র এবং নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পরিস্থিতির খুব বেশী উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একথা সত্য যে, নকল করিয়া অনেকক্ষেত্রে পরীক্ষায় পাস করা যায়, কিন্তু সত্যিকার কর্মক্ষেত্রে তাহারা হয় আনফিট। উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষায়, চাকুরীর ইন্টারভিউয়ে এবং কর্মক্ষেত্রে তাহারা নিজেরা 'বেওকুফ' বনিয়া যায়। তবে ভাল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ যে নকল করে, এমন নহে। কিন্তু ভাল রেজাল্ট লাভ করিয়াও অনেক সময় তাহারা বদনামের ভাগী হইয়া থাকে।

কিভাবে নকলের অভ্যাস ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে, তাহা লইয়া শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মহলে নানারূপ মত রহিয়াছে। কেহ মনে করেন সামাজিক সচেতনা সৃষ্টি না হইলে নকলের অভিশাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না। অনেকের ধারণা পরীক্ষায় নকল বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ হইলে উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, শিক্ষায়তনে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করিলে, শিক্ষকগণ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করিলে নকল কমিয়া যাইবে। অবশ্যক্ষেত্রে এই সকল অভিমত অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিকল্প পরীক্ষা পদ্ধতিই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির সংস্কার ও পরীক্ষা গ্রহণের আমূল পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের নকল হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে। পরীক্ষায় অনুপায় অবলম্বনের প্রবণতা রোধ করিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আবশ্যক। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনের ফলে পরীক্ষার্থী বই খুলিয়া লিখিবার সুযোগ পাইলেও মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বা নকলের অভিশাপ কোনভাবেই মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হইতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যতদিন পরীক্ষার সার্টিফিকেটটিই কেবল মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে, ততদিন মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হইবে। শিক্ষার্থীকে কেবল সার্টিফিকেট প্রদান করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, তাহাকে কর্মক্ষেত্রের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলার উপরেই শিক্ষার উদ্দেশ্য নিহিত। এমতাবস্থায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা নকল প্রতিরোধ করিতে বিকল্প পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করা জরুরী।